হিসাববিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা

Preliminary Discussion on Accounting

১

ভূমিকা

Introduction

হিসাববিজ্ঞানকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ভাষা বলা হয়। একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উন্নত ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে হিসাববিজ্ঞানকে একটি হাতিয়ার স্বরূপ গণ্য করা হয়। মালিক পক্ষ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে মূলধন বিনিয়োগ করেন, মুনাফা অর্জনের জন্য। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান মুনাফা অর্জন করেছে, নাকি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে, তা জানা অপরিহার্য। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন আর্থিক লেনদেনসমূহের সঠিক হিসাব রাখা, বছর শেষে আর্থিক অবস্থা, সম্পত্তি ও মূলধনের পরিমাণ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা প্রয়োজন হয়। হিসাববিজ্ঞানের সাহায্যে এ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও পরিবেশন করা যায়। ব্যবস্থাপক কর্তৃক এ সমস্ত তথ্য সঠিক বিশ্লেষণ ও ব্যবহারের উপর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সফলতা নির্ভর করে। তাই হিসাববিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনার মৌলিক উপাদান হিসেবেও স্বীকৃত। মুনাফাভোগী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ছাড়াও সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, এনজিও এবং অন্যান্য অ-মুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠানে তথা ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেন লিখে রাখা, আর্থিক অবস্থা, লাভ-ক্ষতি ও দেনা-পাওনা সম্পর্কে ধারণা দেওয়াই হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। কম্পিউটার আবিষ্কার ও প্রয়োগের ফলে হিসাববিজ্ঞানের কলাকৌশল ও প্রযুক্তিগত উন্নতি সাধিত হয়েছে। বর্তমানে হিসাববিজ্ঞানের নানাবিধ Software চালু হয়েছে, যা হিসাববিজ্ঞানের কাজকে আরো গতিশীল করছে। প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ তথ্য ব্যবহারকারী এবং বাইরের তথ্য ব্যবহারকারীগণ প্রতিষ্ঠানের তারল্যতা, স্বচ্ছলতা ও মুনাফা অর্জন ক্ষমতা যাচাই করার জন্যে কম্পিউটারাইজড হিসাববিজ্ঞানের উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় **১** সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১.১ : হিসাববিজ্ঞানের সংজ্ঞা এবং পরিধি
পাঠ-১.২ : হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা
পাঠ-১.৩ : হিসাববিজ্ঞানের কার্যাবলি
পাঠ-১.৪ : হিসাববিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
পাঠ-১.৫ : হিসাববিজ্ঞান তথ্যের উৎস ও গুণগত বৈশিষ্ট্য
পাঠ-১.৬ : হিসাববিজ্ঞান তথ্যের ব্যবহারকারী
পাঠ-১.৭ : হিসাববিজ্ঞানের শাখাসমূহ ও সীমাবদ্ধতা।

মূখ্য শব্দ	লেনদেন চিহ্নিতকরণ, লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ, আর্থিক ফলাফল বিশ্লেষণ, সম্পত্তি, দায়, আয়-ব্যয়, হিসাববিজ্ঞান তথ্য, আর্থিক হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনীয় হিসাববিজ্ঞান, উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞান।

পাঠ-১.১ হিসাববিজ্ঞানের সংজ্ঞা এবং পরিধি
Definition and Scope of Accounting

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হিসাববিজ্ঞানের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- হিসাববিজ্ঞানের সংজ্ঞার ব্যাখ্যা লিখতে পারবেন।
- হিসাববিজ্ঞানের পরিধি বোঝিয়ে বলতে পারবেন।

হিসাববিজ্ঞানের সংজ্ঞা
Definition of accounting

হিসাববিজ্ঞান শব্দটি 'হিসাব' ও 'বিজ্ঞান' শব্দ দুটির সম্মিলিত রূপ। আভিধানিক অর্থে হিসাব বলতে গণনা বোঝায়। পারিভাষিক অর্থে হিসাব বলতে অর্থের দ্বারা পরিমাপযোগ্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি, দায় ও আয়-ব্যয় সংক্রান্ত লেনদেনের বিবরণকে বোঝায়। অন্যদিকে বিজ্ঞান বলতে কোনো বিষয়ে সুসংবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল জ্ঞানকে বোঝায়। হিসাববিজ্ঞানকে অনেকে হিসাবশাস্ত্র বলেও আখ্যায়িত করে থাকেন। বস্তুত ব্যবসায়ী ও অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেনসমূহ লিপিবদ্ধকরণ এবং তার ফলাফল নির্ধারণ সম্পর্কিত কর্মধারা একটি গ্রহণযোগ্য নীতি ও পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পন্ন করার কলাকৌশলকে হিসাববিজ্ঞান বলে। সহজ ভাষায় বলা যায়, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেনগুলো সুশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধকরণ, সংরক্ষণ, আর্থিক ফলাফল ও অবস্থা নির্ণয় এবং বিশ্লেষণ করার সুসংবদ্ধ জ্ঞানকে হিসাববিজ্ঞান বলে। এবার আসুন খ্যাতনামা হিসাববিদ ও সংস্থা হিসাববিজ্ঞানের সংজ্ঞা কীভাবে দিয়েছেন তা নিয়ে আলোচনা করি।

A. W. Johnson এর মতে, "Accountancy may be defined as the collection, compilation and systematic recording of business transactions of money, the preparation of financial reports, the analysis and interpretation of these reports and the use of these reports for the information and guidance of management." অর্থাৎ "ব্যবস্থাপনার জ্ঞাতার্থে এবং নির্দেশনার নিমিত্তে ব্যবসায়ের আর্থিক লেনদেনসমূহ সংগ্রহ, সংকলন এবং ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধকরণ, আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ, বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যাকরণ সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডকে হিসাববিজ্ঞান বলা হয়"।

আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব পাবলিক এ্যাকাউন্টস হিসাববিজ্ঞান সম্পর্কে মতামত দেয় যে- "Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof." *অর্থাৎ "অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপযোগ্য ব্যবসায়িক লেনদেনসমূহের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, সুসংবদ্ধ লিপিবদ্ধকরণ, আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ ও বিশ্লেষণ এবং বিশদ ব্যাখ্যাকরণকে হিসাববিজ্ঞান বলে। এ সকল প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ ব্যবসার পরিচালকগণকে ভবিষ্যত ব্যবসায় পরিচালনা বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে থাকে।"*

Prof. H. Chakrabarty বলেন, "Accounting is the science of measurement of wealth both in the static and dynamic senses and deals with recoding, classifying and summarizing financial transactions and interpretation of financial position on the basis of some accepted theories, principles, doctrines and rules according to deductive method as conditioned by programmatic and some sociological approaches within the limitations of certain convention, postulates and doctrines" *অর্থাৎ "হিসাববিজ্ঞান হলো স্থির ও গতিময় রীতিতে সম্পদ পরিমাপের একটি বিজ্ঞান, যা অবরোহ পদ্ধতির প্রায়োগিক ও সামাজিক নিয়মে গৃহীত তথ্য, নীতি, মতবাদ ও নিয়মাবলির আওতায় আর্থিক লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ, শ্রেণিবদ্ধকরণ, সংক্ষিপ্তকরণ ও আর্থিক অবস্থার সামগ্রিক বিচার বিশ্লেষণ করে থাকে।"*

অতএব, হিসাববিজ্ঞান হলো এমন একটি কলাকৌশল বিশিষ্ট সামাজিক বিজ্ঞান, যার সাহায্যে স্বীকৃত রীতিনীতি অনুসারে ব্যবসায়ী ও অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার আর্থিক লেনদেনসমূহকে প্রকৃতি ও তারিখ অনুসারে সুসংবদ্ধভাবে লিপিবদ্ধকরণ, সংরক্ষণ, শ্রেণিবদ্ধকরণ ও সংক্ষেপণ এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আয়-ব্যয়, লাভ-ক্ষতি, সম্পত্তি-দায় ইত্যাদির বিবরণ প্রস্তুত ও বাখ্যা করা যায় এবং ব্যবস্থাপনা, বিনিয়োগকারী ও অন্যান্য আগ্রহী পক্ষকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণেও সহায়তা করে থাকে।

সংজ্ঞার ব্যাখ্যা

Explanation of definition

হিসাববিজ্ঞানের গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন Donald E. Kieso and Kimmel, তাঁর মতে "Accounting is an information system that identifies, records and communicates the economic events of an organization to interested users". অর্থাৎ "হিসাববিজ্ঞান হলো একটি তথ্য প্রবাহের পদ্ধতি, যা একটি প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক ঘটনাগুলোকে চিহ্নিত করে, লিপিবদ্ধকরণপূর্বক ফলাফল তৈরি করে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারীদেরকে উক্ত ফলাফল সম্পর্কে অবহিত করে।

সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে আমরা উল্লেখযোগ্য তিনটি বিষয় দেখতে পাই, যথা -

১. **চিহ্নিতকরণ :** একটি প্রতিষ্ঠানে দৈনন্দিন অসংখ্য ঘটনা ঘটে থাকে। হিসাববিজ্ঞান কেবলমাত্র অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপযোগ্য অর্থাৎ আর্থিক ঘটনাগুলোকে চিহ্নিতকরণ করে। যেমন : কোনো ফার্ম কর্তৃক বাজারে পণ্য বিক্রয় করা হলো ৫,০০০ টাকার, এটি একটি আর্থিক ঘটনা। আবার উক্ত ফার্মের একজন কর্মচারী হঠাৎ মারা গেল তা একটি অনার্থিক ঘটনা। আর্থিক ঘটনাগুলোকে চিহ্নিত করাই হিসাববিজ্ঞানের প্রাথমিক কাজ।

২. **লিপিবদ্ধকরণ :** হিসাববিজ্ঞান অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপযোগ্য ঘটনাগুলোকে চিহ্নিত করার পর সেগুলোকে হিসাব খাতায় লিপিবদ্ধ করে, সমজাতীয় ঘটনাগুলোকে খতিয়ান হিসাবে শ্রেণিবিন্যস্ত করে এবং রেওয়ামিলের অধীনে সংক্ষিপ্তকরণ পূর্বক তালিকাভুক্ত করে থাকে।

৩. **অবহিতকরণ বা জ্ঞাপন :** হিসাববিজ্ঞানের চিহ্নিতকরণ এবং লিপিবদ্ধকরণ কাজ অর্থহীন হয়ে পড়বে যদি লিপিবদ্ধ লেনদেনসমূহের ভিত্তিতে চূড়ান্ত আর্থিক ফলাফল তৈরি এবং উক্ত প্রাপ্ত ফলাফল সংশ্লিষ্ট পক্ষের নিকট জ্ঞাপন করা না হয়। তাই হিসাববিজ্ঞান তৈরিকৃত প্রতিবেদনগুলো সংশ্লিষ্ট পক্ষের নিকট যথাযথভাবে জ্ঞাপন করে থাকে। এখানে সংশ্লিষ্ট পক্ষ বলতে ব্যবস্থাপনা, পাওনাদার, দেনাদার, বিনিয়োগকারী, সরবরাহকারী এবং ঋণদানকারী ইত্যাদিকে বোঝায়।

হিসাববিজ্ঞানের পরিধি

Scope of accounting

হিসাববিজ্ঞানের আওতা বা পরিধি শুধুমাত্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের লেনদেনসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং সকল শ্রেণির প্রতিষ্ঠান, এমনকি ব্যক্তি ও পারিবারিক পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। যেখানেই আর্থিক লেনদেন সংঘটিত হয় সেখানেই হিসাববিজ্ঞান প্রয়োজন। অতএব হিসাববিজ্ঞানের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক, যা ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে সমাজ জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে পরিব্যাপ্ত। হিসাববিজ্ঞানের কার্যক্ষেত্র বা পরিধি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১. **ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে :** প্রত্যেক ব্যক্তি বিভিন্ন কাজ ও লেনদেন থেকে অর্থ উপার্জন করে এবং পারিবারিক কল্যাণে ব্যয় করে। এই আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণের জন্য হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োজন হয়।

২. **ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে :** ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন। মুনাফা অর্জিত হয়েছে কিনা এবং আর্থিক অবস্থা জানার জন্য হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োগ অপরিহার্য। তাছাড়া ব্যবসায়ের কার্যক্রম মূল্যায়ন, নিয়ন্ত্রণ ও সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও হিসাববিজ্ঞানের সাহায্য প্রয়োজন।

৩. **অব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে :** স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মন্দির, ক্লাব, সমিতি, হাসাপাতাল, পাবলিক লাইব্রেরি, এনজিও, সমবায় সমিতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে আর্থিক লেনদেন সংঘটিত হয়। ফলে এ সব প্রতিষ্ঠানেও হিসাববিজ্ঞান দরকার।

৪. **সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য :** সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, মন্ত্রণালয়, অফিস আদালত, রাষ্ট্রীয় সংস্থা, কর্পোরেশন, আধাসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা ইত্যাদির সুষ্ঠু হিসাব সংরক্ষণের জন্য হিসাববিজ্ঞানের নীতি ও পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

৫. **পেশাজীবীদের জন্য :** চার্টার্ড একাউনটেন্ট, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কর উপদেষ্টা, কনসালটেন্ট, এ্যাডভোকেট প্রভৃতি পেশার ব্যক্তিরা আয়-ব্যয়ের সঠিক হিসাব সংরক্ষণ ও কর নির্ধারণের জন্য হিসাববিজ্ঞান প্রয়োগ করে।

সারসংক্ষেপ:

হিসাববিজ্ঞান হলো একটি তথ্য প্রবাহের পদ্ধতি, যা একটি প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক ঘটনাগুলোকে চিহ্নিত করে, ঘটনাগুলোকে লিপিবদ্ধকরণপূর্বক ফলাফল তৈরি করে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারীদের নিকট উক্ত ফলাফল সরবরাহ করে। হিসাববিজ্ঞানের আওতা একজন মানুষের ব্যক্তি জীবন, কর্ম জীবন, পারিবারিক জীবন ও ব্যবসায়িক জীবন পর্যন্ত বিস্তৃত।

পাঠ-১.২ হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা
Objectives and Necessities of Accounting

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্যগুলো সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।

হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য
Objectives of accounting

হিসাববিজ্ঞান একটি সেবামূলক কর্মকাণ্ড। এর উদ্দেশ্য বহুবিধ। মূলত প্রতিষ্ঠানে সংঘটিত লেনদেন হিসাবভুক্তকরণ, ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নির্ণয় এবং মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ সংক্রান্ত তথ্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষকে সরবরাহ করাই হিসাববিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য। নিম্নে হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্যগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো :

১. **আর্থিক লেনদেনের স্থায়ী হিসাব সংরক্ষণ :** প্রতিদিনের অসংখ্য লেনদেন দীর্ঘকাল মনে রাখা সম্ভব নয়। তাছাড়া আর্থিক ফলাফল নির্ণয়ের জন্যও লেনদেন লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। তাই হিসাববিজ্ঞানের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো আর্থিক লেনদেন জাবেদায় ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করা এবং পরে স্থায়ীভাবে খতিয়ানে হিসাব সংরক্ষণ করা।

২. **কার্যক্রমের ফলাফল নির্ণয় :** নির্দিষ্ট সময় পর মালিক ও অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কার্যক্রমের ফলাফল জানতে চায়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য লাভ-লোকসান হিসাব ও অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের জন্য আয়-ব্যয় হিসাব প্রস্তুত করে আর্থিক কার্যক্রমের ফলাফল নির্ণয় করা হিসাববিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

৩. **প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা নিরূপণ :** আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করা হিসাববিজ্ঞানের আর একটি প্রধান উদ্দেশ্য। প্রতিষ্ঠানের দায়- দেনা, মূলধন, চলতি সম্পত্তি, স্থায়ী সম্পত্তি ইত্যাদির পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য হিসাব বৎসর শেষে নির্দিষ্ট দিনে উদ্বৃত্তপত্র (Balance sheet) প্রস্তুত করা হয়। আর্থিক বিবরণীর এ অংশ সম্পত্তি ও দায় সংক্রান্ত আর্থিক অবস্থা নির্দেশ করে।

৪. **কার্যক্রম মূল্যায়ন ও নীতি নির্ধারণ :** আর্থিক বিবরণীসমূহের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাকরণ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম মূল্যায়নে ও নীতি নির্ধারণে ব্যবস্থাপনাকে সহায়তা করা হিসাববিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

৫. **আর্থিক লেনদেন সম্পর্কে অবহিতকরণ :** দৈনন্দিন লেনদেন, ক্রয়-বিক্রয় ও দেনাপাওনা সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত পক্ষসমূহকে অবহিত করা হিসাববিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

৬. **হিসাববিজ্ঞানের শুদ্ধতা যাচাইকরণ :** প্রতিটি লেনদেন দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুসারে লিপিবদ্ধ করা হয়। হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করার উদ্দেশ্যে রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়।

৭. **হিসাবের ভুল ও জালিয়াতি উদ্‌ঘাটন :** সংরক্ষিত হিসাবসমূহের নিরীক্ষার মাধ্যমে ভুল ও জালিয়াতি উদ্‌ঘাটন ও প্রতিরোধ হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।

৮. **কর নির্ধারণ :** হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হলো সুষ্ঠুভাবে হিসাব সংরক্ষণের মাধ্যমে আয়কর, ভ্যাট (VAT) ও অন্যান্য কর নির্ধারণে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করা।

৯. **আইনগত বিধিনিষেধ পালন :** সব ধরনের প্রতিষ্ঠানকে আইনগত বিধি-নিষেধ মেনে চলার জন্য সঠিকভাবে হিসাব সংরক্ষণ করতে হয়। অংশীদারি, কোম্পানি, বাণিজ্য, আয়কর, সিকিউরিটি ও এক্সচেঞ্জ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের আইনের জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে সঠিকভাবে হিসাব রাখতে হয়।

১০. **মূল্যবোধ ও জবাবদিহিতা সৃষ্টি :** হিসাববিজ্ঞানের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উন্নত মূল্যবোধ জাগ্রত করা এবং হিসাবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা

Necessities of accounting

কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের ফলাফল নিরূপণ, গতি প্রকৃতি নির্ধারণ, আর্থিক অবস্থা নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য হিসাববিজ্ঞানের সাহায্য অতি অপরিহার্য। নিম্নে হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো :

১। **স্থায়ী হিসাব সংরক্ষণ :** প্রতিদিন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে অনেক লেনদেন সংঘটিত হয়, যার বিবরণ অনেক দিন পর্যন্ত মনে রাখা সম্ভব নয়। এ সব লেনদেন হিসাবের বইতে স্থায়ীভাবে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করার কলাকৌশল হিসাববিজ্ঞান শিক্ষা দেয়।

২। **প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল নির্ণয় :** ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন। এ উদ্দেশ্য কতটা অর্জিত হয়েছে নির্দিষ্ট সময় পর তা জানা প্রয়োজন। হিসাববিজ্ঞান আর্থিক লেনদেনের সুষ্ঠু হিসাব রেখে এবং হিসাব কাজ শেষে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করে ব্যবসায়ের ফলাফল নির্ণয় করে থাকে।

৩। **আর্থিক অবস্থা নিরূপণ :** হিসাববিজ্ঞান কোনো নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্তপত্র প্রস্তুত করে আর্থিক অবস্থা তথা মূলধন, দেনা-পাওনা, চলতি সম্পদ, স্থায়ী সম্পদ, হাতে নগদ, ব্যাংক জমা ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে সহায়তা করে।

৪। **ফলাফল ও আর্থিক অবস্থার তুলনা :** প্রতিষ্ঠানের সঠিক কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্প্রসারণ পরিকল্পনার জন্য এবং অন্যান্য প্রতিযোগী সংগঠনের ফলাফল ও আর্থিক অবস্থার তুলনামূলক পর্যালোচনার প্রয়োজন হয়, যা হিসাববিজ্ঞানের সহায়তা ছাড়া সম্ভব নয়।

৫। **ভুল-জালিয়াতির উদ্‌ঘাটন ও প্রতিরোধ :** সঠিকভাবে হিসাব সংরক্ষণ করলে যে কোনো প্রতিষ্ঠানে সংঘটিত হিসাবের ভূল-জালিয়াতি উদ্‌ঘাটন ও প্রতিরোধ সম্ভব। তাছাড়া নিরীক্ষাশাস্ত্র ভুল ও জালিয়াতি উদ্‌ঘাটন ও প্রতিরোধে সাহায্য করে।

৬। **কর নির্ধারণ :** সঠিক পদ্ধতিতে ও সুষ্ঠু হিসাব সংরক্ষণের মাধ্যমে হিসাববিজ্ঞান আয়কর, বিক্রয় কর, ভ্যাট ইত্যাদি নির্ধারণে সাহায্য করে।

৭। **ব্যয় নিয়ন্ত্রণ :** বিচ্যুতি বিশ্লেষণ, মান ব্যয়, বাজেটীয় নিয়ন্ত্রণ, দায়িত্ব হিসাববিজ্ঞান ইত্যাদি কৌশল ব্যবহার করে ব্যয় নিয়ন্ত্রণে হিসাববিজ্ঞান সহায়তা করে থাকে।

৮। **ব্যবস্থাপকীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরিচালনা :** ব্যবস্থাপনাকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। হিসাববিজ্ঞান বিভিন্ন প্রতিবেদন ও বিবরণীর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এ জন্য হিসাববিজ্ঞানকে ব্যবস্থাপনার সহায়ক বলা হয়।

৯। **প্রামাণ্য দলিল :** সঠিকভাবে সংরক্ষিত দলিল প্রামাণ্য দলিল হিসেবে কাজ করে। বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি এড়ানো যায় এবং বিরোধ নিষ্পত্তিতে আদালতে প্রমাণপত্র হিসেবে উপস্থাপন করা যায়।

১০। **মূল্য নির্ধারণ :** সাধারণত পণ্য বা সেবার ব্যয়ের সাথে মুনাফা যোগ করে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয়। সঠিক হিসাব সংরক্ষণের মাধ্যমে পণ্য বা সেবার প্রকৃত ব্যয় ও মুনাফার হার নির্ণয় করে মূল্য নির্ধারণে হিসাববিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১১। **ঋণ গ্রহণ :** ব্যবসায়ের প্রয়োজনে অনেক সময় ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ করে ঋণ যোগ্যতা যাচাই করে। হিসাববিজ্ঞান যথার্থ আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করে ঋণ প্রাপ্তিতে সাহায্য করে।

১২। **সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে তথ্য পরিবেশন :** সর্বোপরি হিসাববিজ্ঞান বিভিন্ন আর্থিক বিবরণী, প্রতিবেদন ও বিবৃতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সাথে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ভেতর ও বাইরের পক্ষসমূহকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সারসংক্ষেপ:

প্রতিষ্ঠানের সংঘটিত লেনদেন হিসাবভুক্তকরণ, ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নির্ণয় এবং মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ সংক্রান্ত তথ্য, প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষকে সরবরাহ করাই হিসাববিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য। কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের ফলাফল নিরূপণ, গতি প্রকৃতি নির্ধারণ, আর্থিক অবস্থা নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য হিসাববিজ্ঞানের সাহায্য অতি অপরিহার্য।

পাঠ-১.৩ হিসাববিজ্ঞানের কার্যাবলি
Functions of Accounting

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হিসাববিজ্ঞানের কার্যাবলিগুলোকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় তা বলতে পারবেন।
- হিসাববিজ্ঞানের কার্যাবলিগুলোর বিশদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

হিসাববিজ্ঞানের কার্যাবলি
Functions of accounting

কেবলমাত্র আর্থিক লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ, কার্যক্রম নির্ণয় ও আর্থিক অবস্থা নিরূপণের মধ্যেই হিসাববিজ্ঞানের কাজ সীমিত নয়। বিবরণী ও অন্যান্য প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে তথ্য প্রস্তুতকরণ এবং উক্ত তথ্য মালিক, ব্যবস্থাপক ও অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে পরিবেশন করাও হিসাববিজ্ঞানের কাজের আওতা। হিসাববিজ্ঞানের কার্যাবলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা -

১. তত্ত্বাবধানমূলক কার্যাবলি
Supervisory functions

তত্ত্বাবধানমূলক কার্যাবলি বলতে যথাযথভাবে হিসাব রাখার মাধ্যমে ব্যবসায়ে ব্যবহৃত মালিকের মূলধন সংরক্ষণ ও লাভজনক ও কার্যকরী ব্যবহার নিশ্চিত করা বোঝায়। সুনির্দিষ্ট তত্ত্বাবধানমূলক কার্যাবলি নিম্নরূপ:

ক. সংঘটিত ঘটনা পর্যবেক্ষণ ও অর্থনৈতিক ঘটনা চিহ্নিতকরণ;
খ. আর্থিক ঘটনা টাকায় পরিমাপ ও লিপিবদ্ধকরণ;
গ. লেনদেনের শ্রেণিবিন্যাস ও স্থায়ী হিসাবভুক্তকরণ;
ঘ. হিসাবের উদ্বৃত্ত নির্ণয় ও সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকরণ;
ঙ. হিসাবের সমন্বয় লিপিবদ্ধকরণ;
চ. আর্থিক বিবরণী ও প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ এবং
ছ. ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাকরণ।

২. ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলি
Managerial functions

ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলি বলতে আর্থিক ও পরিসংখ্যানগত তথ্য সংগ্রহকরণ, লিপিবদ্ধকরণ, বিশ্লেষণকরণ এবং বিবরণী ও প্রতিবেদনের আকারে মালিক, ব্যবস্থাপক ও অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষমূহকে পরিবেশন করাকে বোঝায়। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যবস্থাপকদের পরিকল্পনা প্রণয়ন, নিয়ন্ত্রণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যাবলির আওতাভুক্ত। নিচে হিসাববিজ্ঞানের ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যাবলি বর্ণনা করা হলো :

ক. **তথ্য সংগ্রহ :** তথ্য বলতে প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়, লাভ-লোকসান, মূলধন, দায়-সম্পদ, অতীত ও বর্তমান আর্থিক অবস্থা এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনা সংক্রান্ত যাবতীয় উপাত্তকে বোঝায় যা ব্যবস্থাপনাকে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে। হিসাববিজ্ঞানে তথ্য দু'রকমের হতে পারে যথা (i) নিয়মিত তথ্য ও (ii) বিশেষ তথ্য। হিসাববিজ্ঞানের নিয়মানুয়ায়ী সংরক্ষিত হিসাব ও আর্থিক বিবরণী থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে নিয়মিত তথ্য বলে। হিসাববিজ্ঞানের কার্য প্রক্রিয়া থেকে এ সমস্ত তথ্য নিয়মিত সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যে অতিরিক্ত তথ্য প্রয়োজন হয় যা মূলত হিসাব থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায় তাকে বিশেষ তথ্য বলে। যেমন-নতুন পণ্য উৎপাদন, নতুন যন্ত্রপাতি ক্রয় ইত্যাদি। তথ্য সংগ্রহ বলতে সংশ্লিষ্ট হিসাব ও পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বিভিন্ন উপাত্ত সংগ্রহ করাকে বোঝায়। উপাত্ত দু'রকমের হতে পারে যথা-প্রাথমিক উপাত্ত ও মাধ্যমিক উপাত্ত। হিসাববিজ্ঞানের তথ্য দু'প্রকার উৎস থেকে সংগৃহীত হতে পারে যথা-(১) অন্তঃস্থ অর্থাৎ হিসাবের বই, আর্থিক বিবরণী ও প্রতিবেদন এবং (২) বহিস্থ অর্থাৎ শেয়ার বাজার, বাণিজ্য সভা, কোম্পানি নিবন্ধকের কার্যালয়ে রক্ষিত হিসাবপত্র, গবেষণা পত্রিকা, অর্থনৈতিক ও পরিসংখ্যান সংস্থাসমূহের বিবরণী ও প্রতিবেদন।

খ) **তথ্য প্রস্তুতকরণ :** উপাত্ত সংগ্রহ করে ভালোভাবে পরীক্ষা করতে হবে। ভুল-ত্রুটিপূর্ণ এবং অপ্রাসঙ্গিক উপাত্ত বাদ দিতে হবে। বাকি উপাত্তগুলো সময়, পরিমাণ ও ভৌগলিক অবস্থানের ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস ও বিশ্লেষণ করতে হবে। এরপর প্রাসঙ্গিক, সময়োপযোগী, বিশ্বাসযোগ্য, বস্তুনিষ্ঠ ও বোধগম্য উপাত্তসমূহ নিয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে। এ সব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংগৃহীত উপাত্ত তথ্যে পরিণত হয়।

গ) **তথ্য পরিবেশন :** সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে সাধারণত দু'ভাবে তথ্য পরিবেশন করা হয়; যথা :

১) **নিয়মিত তথ্য পরিবেশন :** বিভিন্ন প্রতিবেদন ও চিত্রের মাধ্যমে তথ্য পরিবেশন করা হয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবেদন যথা: লাভ-লোকসান হিসাব, উদ্বৃত্তপত্র, নগদ প্রবাহ বিবরণী, কার্যকরী মূলধন প্রতিবেদন, অনুপাত বিশ্লেষণ প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়। এছাড়াও তথ্য চিত্র, রেখা চিত্র, বার চিত্র, পাই চিত্র ইত্যাদির মাধ্যমেও তথ্য পরিবেশন করা হয় ।

২) **চাহিদা অনুযায়ী তথ্য পরিবেশন :** তথ্য ব্যবহারকারীর প্রয়োজন ও নির্দেশনা অনুযায়ী তথ্য পরিবেশন করা হিসাববিজ্ঞানের ব্যবস্থাপনীয় কাজ।

সারসংক্ষেপ:

হিসাববিজ্ঞান কোনো প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানমূলক এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত উভয়রকমের কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। যেমন : তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ থেকে শুরু করে আর্থিক বিবরণী ও প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ এবং এর ফলাফল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে উপস্থাপন করা।

পাঠ-১.৪ হিসাববিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
Brief History of the Gradual Development of Accounting

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হিসাববিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।
- হিসাববিজ্ঞানের ক্রমবিকাশে বিভিন্ন ব্যক্তির অবদান বর্ণনা করতে পারবেন।

হিসাববিজ্ঞান ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
Brief history of the gradual development of accounting

হিসাববিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ইতিহাস মানব সভ্যতার ইতিহাসের মতই প্রাচীন। এর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রায় চার হাজার বছর পূর্বেও হিসাব সংরক্ষণের প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন ব্যাবিলন, রোম, মিশর, মহেঞ্জোদারো প্রভৃতি সভ্যতায় হিসাব পদ্ধতির প্রচলন ছিল। সভ্যতার বিবর্তনের সাথে সাথে প্রয়োজনের তাগিদে হিসাবিজ্ঞান প্রক্রিয়াও ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয়েছে। সূচনা হতে আধুনিককাল পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায় ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে কীভাবে হিসাববিজ্ঞান বর্তমান পর্যায়ে এসেছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণকে নিম্নোক্ত চারভাগে ভাগ করা হলো :

১। উন্নয়ন কাল (Development period upto 1494)
২। প্রাক বিশ্লেষণ কাল (Pre-explanatory period 1495-1800)
৩। বিশ্লেষণ কাল (Explanatory period 1800-1950)
৪। আধুনিক কাল (Modern period 1950 on ward)

১। **উন্নয়নকাল :** সভ্যতার শুরু থেকে ১৪৯৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত এই কাল বিস্তৃত। প্রস্তর যুগ, প্রাচীন যুগ, বিনিময় যুগ ও মুদ্রা যুগ এই কালের অন্তর্ভুক্ত। এসব যুগে হিসাব ব্যবস্থা মানব সমাজে প্রচলিত থাকলেও তা ছিল অসম্পূর্ণ ও অপরিপক্ক। বিভিন্ন যুগের হিসাববিজ্ঞানের বিবর্তনের ইতিহাস নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

ক) **প্রস্তর যুগ :** এ যুগে মানুষ বনে, জঙ্গলে, পর্বতের গুহায় বাস করতো। গাছের ফলমূল সংগ্রহ ও বন্য পশু শিকার করে তারা জীবিকা নির্বাহ করত। তারা কত ফলমূল সংগ্রহ ও পশু শিকার করত তা প্রয়োজন মতো গাছের গায়ে, পর্বতের গুহায় অথবা পাথরে চিহ্ন দিয়ে হিসাব রাখত।

খ) **প্রাচীন যুগ :** এ যুগে মানুষ সমাজবদ্ধভাবে বসবাস শুরু করে। মানুষ এ যুগে দেয়ালে দাগ কেটে, রশিতে গিঁট বেধে হিসাব রাখত।

গ) **বিনিময় যুগ :** মানুষের প্রয়োজন মিটানোর তাগিদে এ যুগে দ্রব্য বিনিময় শুরু হয়। এ সময়ে মানুষ মাটির ঘরের দেয়ালে ও দরজায় কপাটের অভ্যন্তর ভাগে রং দিয়ে দাগ কেটে হিসাব রাখত। আমাদের দেশে এখনো গ্রাম এলাকায় গোয়ালে বাঁশের কাঠিতে দাগ কেটে দুধের হিসাব রাখে।

ঘ) **মুদ্রা যুগ :** সময়ের বিবর্তনে মুদ্রার ব্যবহার শুরু হয়। এ যুগে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। মানুষ মুদ্রার আদান প্রদান ও অর্থনৈতিক লেনদেন পশুর চামড়া, গাছের পাতা, ছাল ইত্যাদিতে লিখে রাখতে শুরু করে।

২। **প্রাক-বিশ্লেষণ কাল (১৪৯৪-১৮০০) :** এ সময়ে কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। সেই সাথে হিসাব ব্যবস্থায়ও এক বৈপ্লবিক মাত্রা সংযোজিত হয়। ইতালির Fra Luca Bartolomeo de Pacioli নামক একজন পাদ্রি ১৪৯৪ সালে Summa de Arithmetica, Geometria, Proportione et Proportionalite নামক একটি বইয়ের De Computies et Scripturis অংশে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে লেনদেনের ডেবিট এবং ক্রেডিট নির্ণয় করে হিসাবে লিপিবদ্ধ করার প্রণালি উল্লেখ করেন। ঐ বইটির উপর ভিত্তি করে ইতালিকে হিসাববিজ্ঞানের জন্মস্থান এবং প্যাসিওলিকে হিসাববিজ্ঞানের জনক বলা হয়। পরবর্তীতে এ হিসাব পদ্ধতি বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আর এ দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির উপর ভিত্তি করেই আধুনিক হিসাববিজ্ঞান প্রবর্তিত হয়েছে।

৩। **বিশ্লেষণ কাল (১৮০০-১৯৫০) :** এ সময়ে শিল্প বিপ্লব, যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ের উৎপত্তি, ব্যবসায় ও মালিকানার পৃথক স্বত্তার স্বীকৃতি, ব্যবহৃত পুঁজি সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা, কোম্পানি আইনের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ ও শেয়ার মালিকদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা, বহুমুখী ও ব্যাপক উৎপাদন, শ্রমিক মালিক সম্পর্কের জটিলতা, বিপুল প্রতিযোগিতা, সরকারি নিয়ন্ত্রণ, অধিক মুনাফা অর্জনের আকাঙ্খা ইত্যাদি হিসাববিজ্ঞানের উন্নয়ন ও বিশ্লেষণ কার্যে প্রভাব বিস্তার করে। ফলে হিসাববিজ্ঞানের বিভিন্ন রীতি ও নীতির উন্নয়ন ঘটে এবং বিভিন্ন দেশে পেশাদার হিসাববিজ্ঞানীদের সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় নিরীক্ষা শাস্ত্র, কর হিসাববিজ্ঞান, উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞান, সরকারি হিসাববিজ্ঞান ও সামাজিক হিসাববিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটে।

৪। **আধুনিক কাল (১৯৫০-পরবর্তী) :** বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানব সভ্যতা ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যাপক ও দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে হিসাববিজ্ঞানের আওতা ও কার্যাবলি সম্প্রসারিত হচ্ছে। ব্যবসায় সামাজিক ও আইনগত পরিবেশের সাথে সঙ্গতি রেখে এবং ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনে জন্ম নিয়েছে ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান, বাজেটীয় নিয়ন্ত্রণ, দায়িত্ব হিসাববিজ্ঞান, মুদ্রাস্ফীতি হিসাববিজ্ঞান, মানব সম্পদ হিসাববিজ্ঞান, পরিবেশ হিসাববিজ্ঞান ইত্যাদি। তাছাড়া ১৯৭৩ সালে গঠিত হয়েছে আন্তর্জাতিক হিসাব মান কমিটি, যার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন দেশের পেশাদার হিসাববিদগণ পরিবেশের হিসাব মান ব্যবহার কল্পে ও হিসাব কার্যের মানোন্নয়নে নিয়োজিত আছেন।

হিসাববিজ্ঞানে ক্রমবিকাশের ধাপ

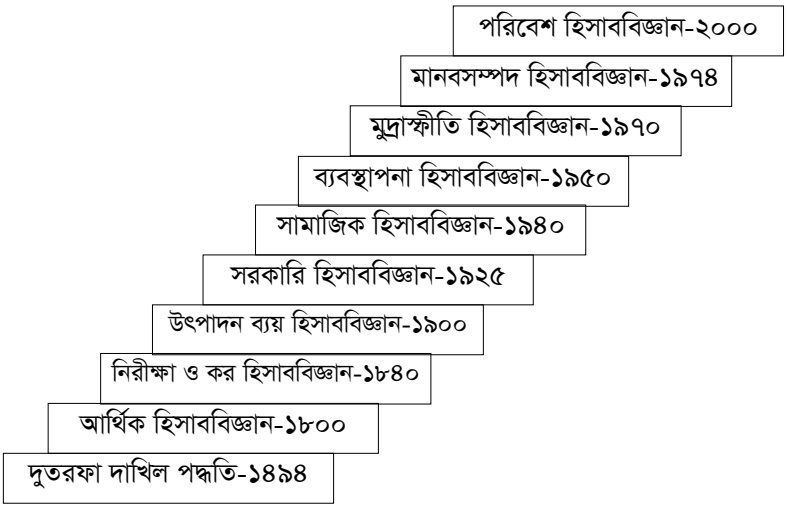

হিসাববিজ্ঞান বর্তমান যুগে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এ কথা বলা যায় না। ব্যবসায় বাণিজ্যের জটিলতা, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের নতুনত্ব ও নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে ক্রমবিবর্তন, সংস্কার ও উন্নয়ন চলছে এবং চলবে। হিসাববিজ্ঞান প্রক্রিয়ায় কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার হিসাবরক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ এবং প্রস্তুত ও উপস্থাপনে এনে দিয়েছে নতুন মাত্রা। এভাবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, যুগের সাথে তাল মিলিয়ে ও চাহিদার প্রেক্ষিতে ক্রমশ হিসাববিজ্ঞানের বিকাশ ঘটতেই থাকবে।

সারসংক্ষেপঃ

সূচনা হতে আধুনিককাল পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায় ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে হিসাববিজ্ঞান বর্তমান পর্যায়ে এসেছে। এ পর্যায় কালকে আমরা চারভাগে ভাগ করতে পারি। যথা: উন্নয়ন কাল, প্রাক বিশ্লেষণ কাল, বিশ্লেষণ কাল এবং আধুনিক কাল।

পাঠ-১.৫ হিসাববিজ্ঞান তথ্যের উৎস ও গুণগত বৈশিষ্ট্য
Sources and Qualitative Characteristics of Accounting Information

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হিসাববিজ্ঞান তথ্য কী তা বোঝতে পারবেন।
- হিসাববিজ্ঞান তথ্যের বিভিন্ন উৎসগুলো সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- হিসাববিজ্ঞান তথ্যের গুণগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

হিসাববিজ্ঞান তথ্য
Accounting information

সাধারণত তথ্য হলো আমাদের চারপাশের কোনো একটি বিষয়বস্তু, যা আমাদেরকে নতুন কিছু করতে, নতুন কিছু শিখতে, নতুন নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সাহায্য করে। যেমনঃ উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য, আবহাওয়া সম্পর্কিত তথ্য, শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য ইত্যাদি। একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন ঘটে যাওয়া বিভিন্ন আর্থিক ঘটনাবলি, যেগুলোকে অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপ করা যায়, যা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়, যা কমপক্ষে ২টি পক্ষকে প্রভাবিত করে, সে সমস্ত ঘটনাগুলোকে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে আমরা যে ফলাফল পাই, সে ফলাফলকে হিসাববিজ্ঞান তথ্য বলা হয়। যেমন: একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ৫০,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করল, এই ৫০,০০০ টাকার বিক্রিত পণ্যের, উৎপাদন ব্যয় অথবা বিক্রয় ব্যয় ৪০,০০০ টাকা। এখানে মোট মুনাফা ১০,০০০ টাকা। আবার, এই ৫০,০০০ টাকার বিক্রিত পণ্যের উৎপাদন ব্যয় অথবা বিক্রয় ব্যয় যদি ৬০,০০০ টাকা হয়, তাহলে মোট ক্ষতি ১০,০০০ টাকা। আবার মনে করুন, একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ১,০০,০০০ টাকার চলতি সম্পদ রয়েছে, যার বিপরীতে চলতি দায় ৫০,০০০ টাকা। এখানে, চলতি অনুপাত ২:১। এছাড়াও ধরুন, কোনো একটি প্রতিষ্ঠান ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ১০% মুনাফা অর্জন করল। এখন, এ মুনাফা ১০,০০০ টাকা অথবা ক্ষতি ১০,০০০ টাকা, চলতি অনুপাত ২:১, মুনাফা অর্জন ক্ষমতা ১০%, ইত্যাদি হলো একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের হিসাববিজ্ঞান তথ্য।

হিসাববিজ্ঞান তথ্যের বিভিন্ন উৎস
Sources of accounting information

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে প্রতিদিন সংঘটিত অসংখ্য লেনদেন সুনির্দিষ্ট নিয়মে সুষ্ঠুভাবে হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করাই হিসাববিজ্ঞানের প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ কাজ সম্পাদনে অর্থাৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত বিভিন্ন ধরনের লেনদেন লিপিবদ্ধকরণের সময় কতকগুলো দলিলপত্র ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করা হয়। প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি আর্থিক লেনদেনের জন্য কতিপয় অত্যাবশ্যকীয় কাগজপত্র তৈরি করতে হয়, যেগুলোকে লেনদেনের দলিলপত্র নামে অভিহিত করা হয়। লেনদেন হাতে কলমে হিসাবের খাতায় লিপিবদ্ধ করা হোক কিংবা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বা কম্পিউটারের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করা হোক, লেনদেনের দলিলপত্র ভিত্তি হিসেবে অবশ্যই থাকতে হবে, যা হিসাববিজ্ঞানের তথ্যের উৎস হিসেবে কাজ করে। নিম্নে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেন থেকে সৃষ্ট তথ্য উদ্ভবের প্রধান উৎসগুলোর নাম দেওয়া হলো:

- প্রাপ্ত রসিদপত্র (Receipt Voucher)
- প্রাপ্ত নগদ রসিদের পরিপূরক অংশ (Counterfoil of Cash Receipt)
- নগদ মেমো (Cash Memo)

- নগদ প্রমাণপত্র (Cash Voucher)
- প্রদত্ত পরিশোধপত্র (Payment Voucher)
- চেকের পরিপূরক অংশ (Counterfoil of Cheque)
- ক্রয় চালান (Purchase Invoice)
- বিক্রয় চালান (Sales Invoice)
- দেনা চিঠি (Debit Note)
- পাওনা চিঠি (Credit Note)

হিসাববিজ্ঞান তথ্যের গুণগত বৈশিষ্ট্য

Qualitative characteristics of accounting information

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের নিকট হিসাববিজ্ঞান তথ্যকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হলে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য থাকতে হয় :

১. **প্রাসংগিকতা (Relevance) :** হিসাব তথ্য যে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে, সে উদ্দেশ্যের সঙ্গে তথ্যের সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। হিসাব তথ্য বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় বলে ব্যবসায়ের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কাজকর্মের সাথে এর সংগতি অবশ্যই থাকা উচিত।

২. **সময়োপযোগিতা (Timeliness) :** যে কোনো তথ্য যথাসময়ে উপস্থাপন করা বাঞ্চনীয়। হিসাব প্রদত্ত তথ্য যদি সময়মত ব্যবহারকারীর কাছে না পৌঁছায়, তাহলে তা বিশেষ কোনো কাজে আসে না। কাজেই তথ্য যথাসময়ে ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে কিনা তা অবশ্যই দেখা উচিত।

৩. **বিশ্বাসযোগ্যতা (Reliability) :** হিসাব প্রদত্ত তথ্য অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য ও নিরপেক্ষ হতে হবে। তাই তথ্য যেসব দলিলপত্র হতে নেওয়া হয়েছে তা অবশ্যই নির্ভরযোগ্য হতে হবে। এ সব তথ্য নির্ভুল, বিশ্বস্ত ও পক্ষপাতহীন হওয়া একান্তই বাঞ্জনীয়।

৪. **সামঞ্জস্যতা (Consistency) :** হিসাব প্রদত্ত তথ্য বিভিন্ন হিসাবকালের মধ্যে তুলনীয় হতে হবে। অন্যথায় এসব তথ্য ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হয় না।

৫. **নিরপেক্ষতা (Neutrality) :** FASB এর মতে "তথ্যের মধ্যে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে, কোনো বিশেষ পন্থা ব্যবহার করা হয়েছে এ ধরনের কোনো খবরাখবর না থাকলে সেটাই নিরপেক্ষতা"। এ সব তথ্য বিভিন্ন পেশাদার মানুষ বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে, তাই এসব তথ্যের নিরপেক্ষতা একান্ত দরকার।

৬. **তথ্য প্রকাশের খরচ ও উপকারিতা বিবেচনা (Cost benefit consideration) :** হিসাব তথ্য প্রকাশের সময় তা প্রকাশের খরচ ও উপকারিতার মধ্যে সামঞ্জস্যতা আছে কিনা তা বিবেচনা করা উচিত।

৭. **বস্তুনিষ্ঠতা (Materiality) :** হিসাব তথ্য প্রকাশের সময় প্রত্যেক তথ্যের বস্তুনিষ্ঠতা আছে কিনা তা যাচাই করে দেখা উচিত।

সারসংক্ষেপ:

একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন ঘটে যাওয়া বিভিন্ন আর্থিক ঘটনাবলি অর্থাৎ যেগুলোকে অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপ করা যায়, যা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়, যা কমপক্ষে ২টি পক্ষকে প্রভাবিত করে, সে সমস্ত ঘটনাগুলোকে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে আমরা যে ফলাফল পাই, সে ফলাফলকে হিসাববিজ্ঞান তথ্য বলা হয়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের নিকট হিসাববিজ্ঞান তথ্যকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হলে এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য থাকতে হয়। যথা: তথ্যের প্রাসংগিকতা, সময়োপযোগিতা, বিশ্বাসযোগ্যতা, সামঞ্জস্যতা, নিরপেক্ষতা, তথ্য প্রকাশের খরচ ও উপকারিতা বিবেচনা এবং বস্তুনিষ্ঠতা।

পাঠ-১.৬ হিসাববিজ্ঞান তথ্যের ব্যবহারকারী
Users of Accounting Information

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হিসাববিজ্ঞান তথ্যের ব্যবহারকারী পক্ষসমূহের সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- উক্ত পক্ষসমূহ কেন হিসাববিজ্ঞান তথ্য ব্যবহার করেন তা বলতে পারবেন।

হিসাববিজ্ঞান প্রদত্ত তথ্য ব্যবহারকারী
Users of accounting information

প্রতিটি হিসাবকাল শেষে ব্যবসায়ের লাভ লোকসান, সম্পত্তি ও দায়ের অবস্থান, নগদ প্রবাহ বিবরণী (Cash Flow Statement) ইত্যাদি চূড়ান্ত হিসাব (Final Account) আকারে প্রকাশ করা হয়। এ চূড়ান্ত হিসাবে প্রকাশিত তথ্য বিভিন্ন জনসমষ্টি বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে। ব্যবহারকারীগণকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা : অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী (Internal users) এবং বাহ্যিক ব্যবহারকারী (External users)। ব্যবসায়ের সাথে জড়িত বিভিন্ন মহল, যেমন: ব্যবস্থাপক বা পরিচালকবর্গ, মালিক বা স্বত্বাধিকারী, ব্যাংক বা বিভিন্ন আর্থিক সংগঠন, ঋণদাতা, সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী, ব্যবসায়ের কর্মচারী সকলেই কারবার সম্পর্কে আগ্রহী থাকে। তারা কীভাবে কোম্পানির চূড়ান্ত হিসাব প্রদত্ত তথ্য ব্যবহার করে তা নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

১. **ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ :** ব্যবসায়ের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ, বাজেট প্রণয়ন, কাঁচামালের সঠিক ব্যবহার ও অপচয় রোধ, মজুত মালের সীমা নির্দেশ, ঋণ নিয়ন্ত্রণ (Credit control), ব্যবসা সম্প্রসারণ নীতি নির্ধারণ, কর্মচারীদের সুবিধা প্রদান, বিভিন্ন বিভাগের কাজ কর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন ইত্যাদি বহুমুখী কাজে হিসাব প্রদত্ত তথ্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ব্যবহার করে থাকে।

২. **মালিক বা স্বত্বাধিকারীগণ :** ব্যবসায়ে লাভ এর পরিমাণ, মূলধন প্রত্যাবর্তনের ক্ষমতা, মূলধনের ঝুঁকি, ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ সম্ভাবনা, কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদি জানার জন্য মালিক বা স্বত্বাধিকারীগণ হিসাব তথ্য ব্যবহার করে।

৩. **সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীগণ :** সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীগণ হিসাব প্রদত্ত তথ্য হতে কোম্পানির আর্থিক অবস্থা, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, লাভের পরিমাণ, ব্যাংকের সুদের হারের সাথে কোম্পানির লভ্যাংশের তুলনা, লাভের গতি ইত্যাদি পর্যালোচনা করে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।

৪. **কর নির্ধারণী সংস্থা :** সংশ্লিষ্ট হিসাব কালের করযোগ্য আয় ও করের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য হিসাব প্রদত্ত তথ্যকে মৌলিক তথ্য বলে গণ্য করা হয়ে থাকে।

৫. **সম্ভাব্য ঋণদানকারী সংস্থা :** কোম্পানি কোনো ঋণদানকারী সংস্থার কাছে ঋণের জন্য দরখাস্ত করলে উক্ত সংস্থা কোম্পানির হিসাব প্রদত্ত তথ্যকে ঋণদানের ক্ষেত্রে মূল্যবান তথ্য বলে গণ্য করে। হিসাব তথ্য হতে কোম্পানির ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা, ঋণের প্রয়োজনীয়তা, ঋণ পরিশোধে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের আগ্রহ ইত্যাদি নির্ধারণ করে।

৬. **বর্তমান ও সম্ভাব্য পাওনাদারগণ :** হিসাব প্রদত্ত তথ্য হতে বর্তমান ও সম্ভাব্য পাওনাদারগণ কোম্পানির দেনা পরিশোধের ক্ষমতা কতটুকু তা নির্ধারণ করে এবং অদূর ভবিষ্যতে কোম্পানির কাছে মালামাল বিক্রয় করা উচিত হবে কিনা তা অনুমান করে।

৭. **বর্তমান ও সম্ভাব্য দেনাদারগণ :** কোম্পানির বর্তমান আর্থিক অবস্থায় কতদিন দেনা রাখা যাবে, কোম্পানি কতদিন দেনা অনাদায়ী রাখতে পারবে, তা নির্ধারণে হিসাব প্রদত্ত তথ্য সাহায্য করে।

৮. **শ্রমিক ও কর্মচারী সংঘসমূহ :** কোম্পানির আর্থিক অবস্থা বিবেচনা ও লভ্যাংশে কর্মচারীদের শেয়ার বা বোনাস ইত্যাদির দাবিদাওয়া পেশ করতে হিসাব প্রদত্ত তথ্য, সংঘসমূহের শ্রমিক নেতাদের সাহায্য করে।

৯. **বণিক সমিতিসমূহ :** বণিক সমিতিসমূহ দেশে বিরাজমান বাণিজ্যের সার্বিক অবস্থা অবহিত হবার জন্য এবং সমিতির সদস্যদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য হিসাববিজ্ঞান প্রদত্ত তথ্য ব্যবহার করে।

১০. **দ্রব্যমূল নির্ধারণী কর্তৃপক্ষ :** মূল্য নির্ধারণী কর্তৃপক্ষ দ্রব্যমূল্য নির্ধারণে হিসাব প্রদত্ত তথ্যকে ব্যবহার করে এবং কোম্পানির দ্রব্যমূল্য বিধির চাহিদা বিশ্লেষণ করে।

১১. **সরকার :** সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারকে দেয় লভ্যাংশ ঠিকমত সরকারি তহবিলে জমা দিচ্ছে কিনা তা যাচাই করবার জন্য হিসাব প্রদত্ত তথ্য ব্যবহার করে। এ ছাড়াও দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা জানার জন্য হিসাববিজ্ঞান তথ্য ব্যবহৃত হয়।

১২. **জনসাধারণ :** ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা এবং অদক্ষ পরিচালনার জন্য দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা বা সুদক্ষ পরিচালনার জন্য অদূর ভবিষ্যতে দ্রব্যমূল্য কমার সম্ভাবনা আছে কিনা ইত্যাদি বিশ্লেষণ হিসাব প্রদত্ত তথ্য সাহায্য করে।

সারসংক্ষেপ:

একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন ঘটে যাওয়া বিভিন্ন আর্থিক ঘটনাবলিই হলো হিসাববিজ্ঞান তথ্য। এ হিসাববিজ্ঞান তথ্য ব্যবহারকারীগণকে প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা: অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী এবং বাহিরের ব্যবহারকারী। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রয়োজনে যেমন: তারল্যতা, স্বচ্ছলতা ও মুনাফা অর্জন ক্ষমতা যাচাই করার জন্যেই উক্ত পক্ষসমূহ হিসাববিজ্ঞান তথ্য ব্যবহার করে থাকেন।

পাঠ-১.৭ হিসাববিজ্ঞানের শাখাসমূহ ও সীমাবদ্ধতা
Branches and Limitations of Accounting

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হিসাববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাগুলো সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- হিসাববিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

হিসাববিজ্ঞানের শাখাসমূহ
Branches of accounting

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ধরন ও আয়তনের পরিবর্তন হচ্ছে। ব্যবসার জটিলতা বাড়ছে এবং সে সাথে বাড়ছে প্রযুক্তির ব্যবহার। তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির ফলে হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে। তাই হিসাববিজ্ঞানের পরিধিও ব্যাপকতর হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে হিসাববিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ শাখার উদ্ভব ঘটেছে। নিম্নে হিসাববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো:

১. **আর্থিক হিসাববিজ্ঞান (Financial Accounting) :** †কানো প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেনসমূহ লিবিপদ্ধ করে নির্দিষ্ট সময় অন্তর ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করা আর্থিক হিসাববিজ্ঞানের প্রধান কাজ। এ উদ্দেশ্যে, বিভিন্ন আর্থিক বিবরণী, প্রতিবেদন ও বিবৃতি প্রস্তুত করে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে সরবরাহ করে।

২. **ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান (Management Accounting) :** প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাকে দৈনন্দিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ভবিষ্যত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অন্যান্য প্রয়োজনে তথ্য সরবরাহ করা হিসাববিজ্ঞানের এ শাখার কাজ।

৩. **নিরীক্ষাশাস্ত্র (Auditing) :** আর্থিক লেনদেনসমূহ লিপিবদ্ধকরণ, আর্থিক প্রতিবেদন ও বিবরণী প্রস্তুতকরণ সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে ভুল ও জালিয়াতি উদ্‌ঘাটন করা ও প্রতিরোধ করা হিসাবিজ্ঞানের এ শাখার কাজ। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই সনদপ্রাপ্ত পেশাদারি একাউন্টেন্ট স্বাধীনভাবে নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করেন।

৪. **উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞান (Cost Accounting) :** উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য বা সেবার উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ, বিশ্লেষণ ও নিয়ন্ত্রণ উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞানের প্রধান কাজ।

৫. **কর হিসাববিজ্ঞান (Tax Accounting) :** প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট সময় পর আয়কর ও অন্যান্য কর নির্ধারণ ও বিভিন্ন লেনদেনের উপর করের প্রভাব সম্পর্কে ব্যবস্থাপনাকে অবহিত করা, কর হিসাববিজ্ঞানের প্রধান কাজ।

৬. **সরকারি ও অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের হিসাববিজ্ঞান (Accounting for Government and Non-trading Concern) :** এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান থেকে পৃথক। মুনাফা অর্জন এগুলোর উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য হলো সেবা প্রদান করা। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের লেনদেনসমূহ লিবিপদ্ধ করে হিসাববিবরণী প্রস্তুত করাই হিসাববিজ্ঞানের এ শাখার কাজ।

৭. **সামাজিক হিসাববিজ্ঞান (Social Accounting) :** হিসাববিজ্ঞানের একটি নতুন চিন্তাধারার নাম সামাজিক হিসাববিজ্ঞান। সামাজিক কর্মকাণ্ডের আয় ও ব্যয় নির্ণয় এ হিসাববিজ্ঞানের কাজ। যেমন : সরকার একটি রাস্তা তৈরির পদক্ষেপ গ্রহন করলো, এ পদক্ষেপের ব্যয় কতো এবং এর দ্বারা কতো মানুষ উপকৃত হলো ও তার মূল্য নির্ধারণ সামাজিক হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।

হিসাববিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা

Limitations of accounting

বিভিন্ন সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, ছোট বড় ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানে যে পদ্ধতির হিসাব ব্যবস্থা চালু আছে তা পুরোপুরি যথাযথ নয়। অর্থাৎ হিসাববিজ্ঞানের বিভিন্ন সুবিধা থাকা সত্ত্বেও এর কতিপয় সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. **দু'তরফা পদ্ধতি প্রয়োগের অভাব :** দু'তরফা দাখিলা হিসাব পদ্ধতি একটি বিজ্ঞানসম্মত ও সার্বজনীন হিসাব ব্যবস্থারূপে গণ্য হয়েছে। তথাপিও আমাদের দেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ছোটখাটো বহু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে এখনো দু'তরফা দাখিলা হিসাব পদ্ধতি পুরাপুরি অনুসৃত হয় না। ফলে হিসাববিজ্ঞানের গ্রহণযোগ্যতাও দিন দিন নষ্ট হচ্ছে।

২. **ডুপ্লিকেট হিসাব :** অনেক প্রতিষ্ঠান আয়কর ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং লোক দেখানোর জন্য দুই ধরনের হিসাব তৈরি করেন। এক ধরনের ভূয়া হিসাব তৈরির জন্য প্রতিষ্ঠান অনেক সময় নগদ আদান-প্রদান, ক্রয়-বিক্রয়, দেনা-পাওনার পরিমাণ ইত্যাদি ভুলভাবে উপস্থাপন করে।

৩. **মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা লিপিবদ্ধকরণ সমস্যা :** মুদ্রাস্ফীতি অথবা মুদ্রা সংকোচনের ফলে উদ্বৃত্তপত্রে বিভিন্ন সম্পদ এবং দেনার দফাগুলির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করা যায় না। অর্থাৎ এক্ষেত্রে হিসাববিজ্ঞান প্রকৃত আর্থিক অবস্থা পরিমাপ করতে ব্যর্থ হয়।

৪. **স্থায়ী সম্পত্তি প্রতিস্থাপনে সমস্যা :** হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা অনুসারে সম্পদের অতীত মূল্যের ওপর একটি নির্দিষ্ট শতকরা হারে অবচয় ধার্য করতে হয়। সম্পদের কার্যকাল শেষে অবচয় হিসাবে রক্ষিত টাকা দিয়ে নতুন সম্পদ ক্রয় করা হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সম্পত্তিটি প্রতিস্থাপন করতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা অবচয় হিসাবে সংরক্ষিত হয়নি; কারণ ইতিমধ্যে সম্পত্তিটির বাজার মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং এরূপ পরিস্থিতিতে হিসাববিজ্ঞান ব্যর্থ বলে বিবেচিত হয়।

৫. **পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিধিবিধানের ভিন্নতা :** পৃথিবীর সকল দেশেই আইন কানুন, বিধি বিধান, পেশাগত মানের ধরণ ইত্যাদি একরূপ নয়। যেমন- কোনো দেশের আয়কর আইনে যে পরিমাণ আয়কর প্রদর্শিত হয়, অপর একটি দেশে সমপরিমাণ আয়ের জন্য সমপরিমাণ আয়কর প্রদর্শিত হয় না। বিধি বিধানের এরূপ বিভিন্নতার জন্য হিসাববিজ্ঞানের মাধ্যমেও বিভিন্ন ধরনের ফলাফল পাওয়া যায়। তবে এরূপ বিভিন্নতা সমন্বয়ের মাধ্যমে সমরূপতা আনয়ন করা হলেও তা একটি দুরূহ কার্য। সেহেতুে আপাতদৃষ্টিতে এরূপ বিভিন্নতাকে কেউ কেউ হিসাববিজ্ঞানের একটি ব্যর্থতা মনে করেন।

৬. **অগ্রিম অর্থ সমন্বয়ের সমস্যা :** একটি আর্থিক হিসাবকাল শেষে প্রতিষ্ঠানের সকল অগ্রিম প্রাপ্তি অথবা অগ্রিম প্রদানের সঠিক সমন্বয় করা সম্ভব হয় না, ফলে হিসাববিজ্ঞানে সঠিক চিত্র ফুটে উঠে না।

উপরোক্ত অসুবিধাগুলো থাকা সত্ত্বেও আধুনিক বিশ্বের সব দেশে হিসাববিজ্ঞান একটি সর্বজন স্বীকৃত হিসাব মাধ্যমরূপে স্বীকৃত হয়েছে। তবে হিসাববিজ্ঞানের বিভিন্ন নিয়মকানুনগুলি প্রয়োগের ক্ষেত্রে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করা আমাদের সকলের উচিত।

সারসংক্ষেপ:

তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির সাথে সাথে হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে। বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনের তাগিদে হিসাববিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ শাখার উদ্ভব ঘটেছে। বিভিন্ন শাখায় হিসাববিজ্ঞানের নানাবিধ সুবিধার পাশাপাশি কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন: দু'তরফা পদ্ধতি প্রয়োগের অভাব, মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা লিপিবদ্ধকরণ সমস্যা, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিধিবিধানের ভিন্নতা ইত্যাদি।

ইউনিট মূল্যায়ন

১. হিসাববিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিন। “হিসাববিজ্ঞানকে ব্যবসায়ের ভাষা বলা হয়”- উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন। (Define Accounting. “Accounting is the language of business.”- Explain the statement.)

২. “হিসাববিজ্ঞান একটি প্রক্রিয়া যা লেনদেন সনাক্তকরণ, লিপিবদ্ধকরণ এবং প্রাপ্ত ফলাফল জ্ঞাপন করে”- উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন। (“Accounting is the process of identifying, recording and communicating the results.”- Explain the statement).

৩. সংক্ষেপে হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্যগুলো বর্ণনা করুন। (State briefly the objectives of Accounting).

৪. হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন। (Discuss the necessities of Accounting).

৫. সংক্ষেপে হিসাববিজ্ঞানের কার্যাবলিগুলো বর্ণনা করুন। (State briefly the functions of Accounting).

৬. হিসাববিজ্ঞানের পরিধি ও শাখাসমূহ বর্ণনা করুন। (Describe the scope and branches of Accounting)

৭. হিসাববিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতাগুলো বর্ণনা করুন । (Narrate the limitations of Accounting).

৮. হিসাববিজ্ঞান তথ্য কী? তথ্যের উৎসগুলো কী কী? ((What is Accounting Information? What are the sources of Accounting information).

৯. হিসাববিজ্ঞান তথ্যের আবশ্যকীয় গুণাবলিসমূহ কী কী? (What are the essential characteristics of accounting information).

১০. হিসাববিজ্ঞানের তথ্য কারা ব্যবহার করেন এবং কেন ব্যবহার করেন? ব্যাখ্যা করুন। (Who are the users of accounting information and why do they use these information? Explain).